PCTSCN
Prevention of Child Trafficking through
Strengthening Community and Networking

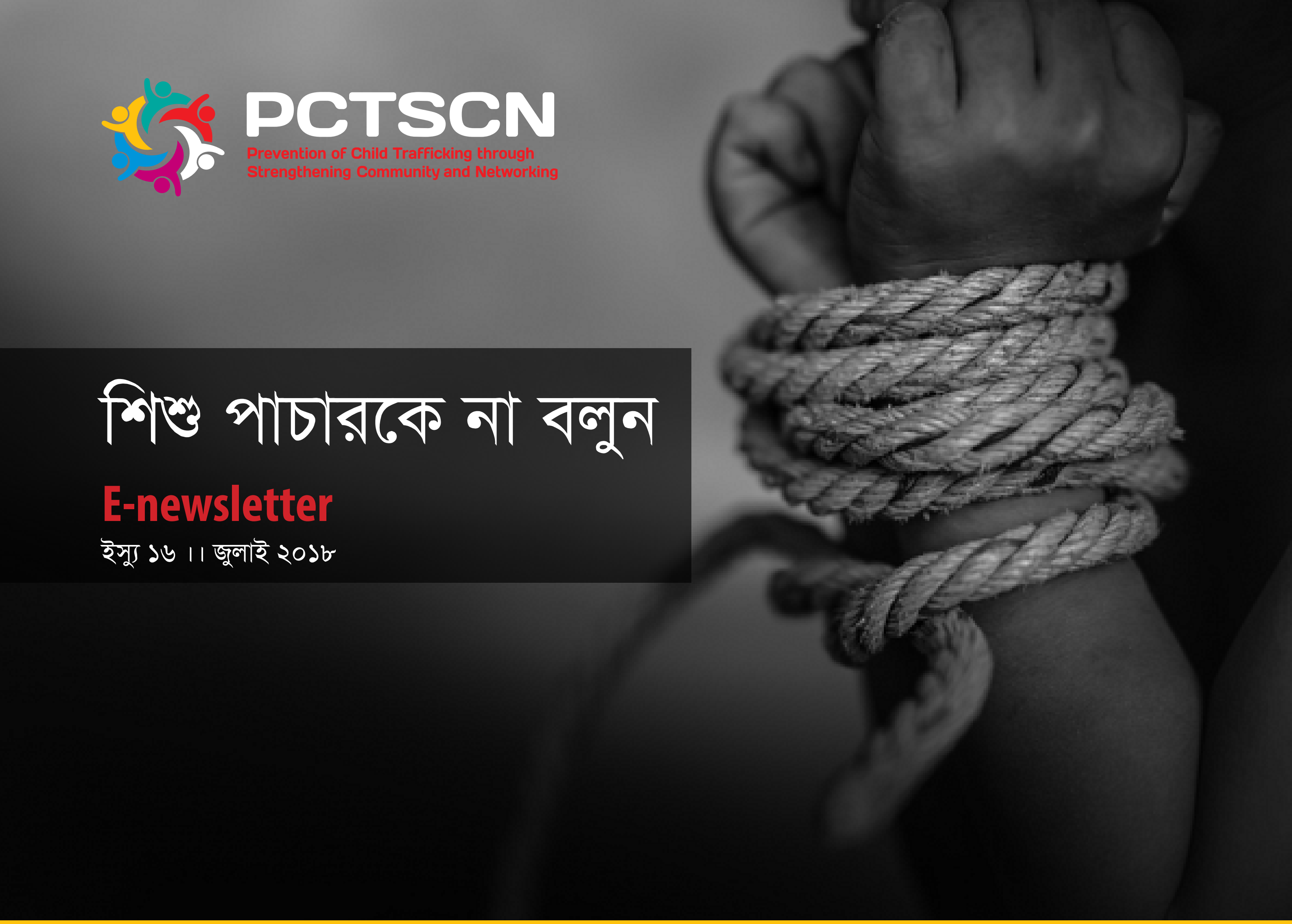

শিশু পাচারকে না বলুন

E-newsletter

ইস্যু ১৬ ।। জুলাই ২০১৮

কন্সোর্টিয়াম মেম্বার্সঃ

এ্যাটসেক বাংলাদেশ
সিপিডি
ইনসিডিন বাংলাদেশ
নারী মৈত্রী
সিপ

সহযোগিতায়ঃ

terre des hommes
stops child exploitation

কমিউনিটি ও নেটওয়ার্কিং সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে শিশু পাচার প্রতিরোধ

নির্বাহী সম্পাদকঃ
এ কে এম মাসুদ আলী

সহযোগী সম্পাদকঃ
রফিকুল ইসলাম খান আলম

প্রদায়কঃ
শরীফুল্লাহ রিয়াজ
মোমেনুল হক
মোঃ জাহিদ হোসেন

ডিজাইন ও প্রস্তুতকরণেঃ
মন্টি দেওয়ান
চিসল লুইস ম্রি
তারিকুল হাসান

প্রকাশকঃ
পিসিটিএসসিএন কন্সোর্টিয়াম

পাচার বিষয়ক তথ্য

মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গ এবং সাক্ষীদিগকে সহায়তা এবং তাহাদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসন

তথ্য: http://bdlaws.minlaw.gov.bd

মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গকে বা ভিকটিমদের চিহ্নিতকরণ এবং উদ্ধার

(১) সরকার মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, প্রত্যাবাসন এবং পুনর্বাসনকল্পে বিধি দ্বারা কর্মপ্রণালী তৈরী করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহিত অংশীদারিত্বে কাজ করিবে।

(২) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, প্রত্যাবাসন এবং পুনর্বাসনের কর্মকাণ্ডসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের, বিশেষতঃ নারী ও শিশুদের কল্যাণ ও বিশেষ চাহিদার (special needs) দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং তাহাদের উপযোগী (victims-friendly) প্রক্রিয়ায় পরিচালনা করিতে হইবে।

ভিকটিম বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গের প্রত্যাবাসন (repatriation) এবং প্রত্যাবর্তন (return)

(১) কোন বাংলাদেশী নাগরিক অন্য কোন দেশে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হইলে, সরকার সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের এবং প্রয়োজনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশে ফেরত আনিবার প্রক্রিয়ার সূচনা করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বিদেশী রাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাস মানব পাচারের শিকার কোন বাংলাদেশী নাগরিক উক্ত দেশে আটক বা বন্দী অবস্থায় আছেন বলিয়া অবগত হইলে, উক্ত দূতাবাস ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার, মুক্ত করাইবার এবং বাংলাদেশে পাঠাইবার প্রক্রিয়ার সূচনা করিবে।

(৩) মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি কোন মামলার কারণে কোন বিদেশী রাষ্ট্রে থাকিতে বাধ্য হইলে বাংলাদেশ দূতাবাস উক্ত ব্যক্তিকে আইনি পরামর্শ বা সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) যেই ক্ষেত্রে একজন বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হইবেন সেইক্ষেত্রে যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণ করতঃ সরকার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বাংলাদেশস্থ দূতাবাসের সহযোগিতায়, যথোপযুক্ত কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে, উক্ত ব্যক্তিকে তাহার স্বদেশে ফেরত পাঠাইবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ভিকটিম বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গ এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে তথ্য সরবরাহ

(১) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি সরকার বা পুলিশ বা ক্ষেত্রমত, বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট হইতে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলার সর্বশেষ অবস্থা সম্বন্ধে মাসে অন্তত একবার অবগত হইবার অধিকারী হইবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে চিহ্নিত ও উদ্ধারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের অধিকার, আইনি সহায়তার সুযোগ এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে অবগত করিবে।

(৩) মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের গোপনীয়তার অধিকারের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক উক্ত ব্যক্তিদের

চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, স্থানান্তর, প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত দায়িত্বসমূহ কার্যকরভাবে সম্পাদনে সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, সাংবাদিক বা জনসাধারণকে সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমেত একটি ব্যাপক ভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার পরিচালনা করিবে।

আশ্রয় কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

(১) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা সেবা, পুনর্বাসন এবং পরিবারের সহিত পুনর্মিলনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার সমগ্র দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক আশ্রয় কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) এই আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং শর্তাধীনে সরকার হইতে লাইসেন্স বা সাময়িক অনুমোদন লাভ না করিয়া কোন আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র বা অন্য কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবেনাঃ

তবে শর্ত থাকে যে,ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আশ্রয় বা পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহকে এই আইন বলবৎ হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এই ধরনের লাইসেন্স বা অনুমোদন লইতে হইবে।

নিরাপত্তা বিধান (protection) , পুনর্বাসন এবং সামাজিক একাঙ্গীভূতকরণ (integration)

(১) উদ্ধার হইবার পর, মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে, স্বীয় পরিবারে ফেরত পাঠানো না হইলে, কোন সরকারি বা বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে বা পুনর্বাসনকেন্দ্রে প্রেরণ করিতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে এতদবিষয়ক যাবতীয় তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(২) আশ্রয় বা পুনর্বাসনকেন্দ্রে অবস্থানরত মানব পাচারের শিকার যে কোন ব্যক্তি বা ভিকটিম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রদানের এবং টেকসই পুনর্বাসন ও সামাজিক একাঙ্গীভূতকরণ সুবিধাদিসহ শারীরিক চিকিৎসা এবং আইনি ও মানসিক পরামর্শ সেবা পাইবার অধিকারী হইবে।

ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে ভিকটিম বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং সাক্ষীর সুরক্ষা বিধান

(১) এই আইনের বিষয়বস্তু লইয়া কর্মরত প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন ভিকটিম বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি এই আইন বা প্রচলিত অন্য কোন আইনের অধীনে যেন অভিযুক্ত না হন বা শাস্তি না পান তাহা নিশ্চিত করিতে সচেষ্ট থাকিবে।

(২) ট্রাইব্যুনালের অনুমতি ব্যতিরেকে মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের নাম, ছবি বা তথ্য বা পরিচয় কেহ প্রচার বা সম্প্রচার করিতে পারিবে না এবং উক্ত বিধান লংঘনকারী ব্যক্তি অনধিক ০৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) প্রত্যেক মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা সাক্ষী, তাহার প্রতি হুমকি প্রদর্শিত হইলে অথবা হুমকি বা যে কোন প্রকার ঝুঁকির আশঙ্কা সৃষ্টি হইলে পুলিশী নিরাপত্তা পাইবার এবং সরকার কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার অধিকারী হইবে এবং আদালতে এবং অন্যান্য ফৌজদারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের সময় বা আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসের সময় মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা সাক্ষীর নিরাপত্তা বিধান করা সেই সব সরকারি সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

শিশু ভিকটিম এবং শিশু সাক্ষীর অধিকার রক্ষা

(১) ভিকটিম এবং সাক্ষীর সুরক্ষা বিধান বিষয়ক এই আইনের বিধানসমূহের সামগ্রীকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, মানব পাচার অপরাধের শিকার শিশু এবং শিশু সাক্ষী লইয়া কাজ করিবার সময় ট্রাইব্যুনালসহ যে কোন ব্যক্তি শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণ এবং অগ্রাধিকারের নীতি প্রয়োগ করিবে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে সন্নিবেশিত নীতিসহ আপাততঃ বলবৎ এতদবিষয়ক যে কোন আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করিবে এবং মানব পাচারের শিকার শিশুদের অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হওয়া অথবা তাহাদের এবং শিশু সাক্ষীদের কলঙ্কিত হওয়া বা সামাজিকভাবে একঘরে হওয়া এড়াইবার জন্য এই আইনের অধীন কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) পুলিশ বা সরকার বা এই আইনের বিষয়বস্তু লইয়া কর্মরত কোন ব্যক্তি শিশু-বান্ধব কর্মকর্তার হস্তক্ষেপ বা শিশু-বান্ধব প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনভাবে এই আইনের সহিত দ্বন্দ্বে (Conflict) বা ইহার সংস্পর্শে (Contact) আসা কোন শিশু লইয়া কাজ করিবে না এবং মানব পাচারের শিকার কোন শিশুকে বা ভিকটিম শিশুকে উন্নয়ন কেন্দ্রে (development centre/ remand home) প্রেরণ করা বা আটক রাখা যাইবেনা।

ক্ষতিপূরণ আদায়ে দেওয়ানী মামলা রুজু করিবার অধিকার

ফৌজদারী মামলা রুজু করিবার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিয়া এবং দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলার পাশাপাশি, ভিকটিম বা পাচারের শিকার ব্যক্তি এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ফলে সৃষ্ট তাহার প্রকৃত ক্লেশ (sufferance) বা আইনগত ক্ষতির (legal injury) জন্য বা উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত কোন চুক্তি লংঘনের জন্য দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা ভিকটিমকে সরকার এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে, তবে এই ধরনের সহায়তা কোন বেসরকারি সংস্থা হইতে অথবা আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬ নং আইন) অনুসারে আইনগত সহায়তা পাইবার ক্ষেত্রে তাহার কোন সুযোগ বা অধিকারকে খর্ব করিবে না।

মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস ২০১৮-র সুশীল সমাজের পক্ষ হতে অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়নের আহ্বান: মানব পাচার প্রতিরোধ দমন আইন এবং বিধিমালার আলোকে পাচার সংশ্লিষ্ট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা, মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল এবং মানব পাচার প্রতিরোধ দিবসকে জাতীয়ভাবে পালন

এই বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়: আসুন, পাচারের শিকার শিশু ও তরুনসহ সকলের পাশে দাঁড়াই।

বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিসরে সমীহ করার মতো অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জিত হলেও অনেক চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিবন্ধকতা এখনো মোকাবেলা করতে হচ্ছে তারমধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে, শিশু ও মানব পাচারের বিস্তৃতি। বাংলাদেশে বর্তমানে আভ্যন্তরীণ ও আন্তঃসীমান্ত মানব পাচার বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচার আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পাচারের মাধ্যমে শ্রম ও যৌন শোষণের পাশাপাশি চাকরি দেওয়ার মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে বিদেশে শোষণমূলক ও অমানবিক পরিবেশে সকল ধরনের অধিকার বঞ্চিত হয়ে থাকতে হচ্ছে। পাচারের মাধ্যমে ব্যক্তির সকল ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাধীনতা হরণ করে যৌন দাসত্ব, জোরপূর্বক শ্রম, বাধ্যতামূলক ও শোষণমূলক শ্রম, অঙ্গ পাচারের মত কার্যকলাপ সংঘটিত হয়।

বাংলাদেশ সরকার মানবতা বিরোধী এই অপরাধের প্রতিরোধ ও প্রতিকারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যে "মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে যেখানে জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা, মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল ও মানব পাচার অপরাধ দমনে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাচার প্রতিরোধ ও দমনে কাজ করার অঙ্গীকার রয়েছে। পাশাপাশি সরকার মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Plan of Action on Combating Human Trafficking) গ্রহণ করে আসছে এবং বর্তমানে তৃতীয় দফায় ২০১৮-২০২২ সালের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি চলছে।

সরকারের এসকল উদ্যোগ ও কর্ম প্রয়াসের মধ্যেও মানব পাচার বিষয়ে আমাদের সামগ্রিক অগ্রগতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানদন্ডে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মানব পাচার বিষয়ক প্রতিবেদন ২০১৭ সালের দ্বিতীয় স্তরের নজরদারিতে থাকা অবস্থান ২০১৮তেও অপরিবর্তিত রয়েছে। মূলত পাচারের শিকার ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ কমে যাওয়া, পাচার বিষয়ক অপরাধের তদন্ত, মামলা পরিচালনা ও অপরাধীর দ- যথাযথভাবে না হওয়া এবং পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা না নেওয়া ইত্যাদি কারন এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ আপনারা জানেন যে, গৃহীত মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন এ অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তির পাশাপাশি পাচারের শিকার ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন, পরিবারের সাথে একত্রীকরণ ইত্যাদি সুরক্ষার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এছাড়াও, আইনে পাচার সংক্রান্ত মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠনের কথা বলা হয়েছে, যদিও এখনও এই ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বর্তমানে এতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে প্রতিষ্ঠিত আদালত দায়িত্ব পালন করছে।

বাংলাদেশের মানব পাচার সংক্রান্ত মামলার পরিস্থিতি যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালের জানুয়ারি-মে মাস পর্যন্ত দায়ের করা প্রায় ১৮২টি পাচারের মামলায় একজন পাচারকারীও আটক হয়নি। বাংলাদেশ পুলিশ হেড কোয়ার্টার এর জানুয়ারী-মে প্রতিবেদন অনুযায়ী মানব পাচারের মোট ২১৫টি মামলা হয়েছে। আর যে সকল মামলার রায় প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, দ-তি ব্যক্তিরা পলাতক থাকার কারণে রায় কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না।

মানব পাচারের পরিস্থিতি উন্নয়ন করতে হলে প্রতিরোধ যেমন প্রয়োজন তেমনি পাচারের শিকার ব্যক্তি এবং তার পরিবারের

সুরক্ষা নিশ্চিত করাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সরকারী কার্যক্রম জোরদার করতে আমরা আহ্বান করি:

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২ ও বিধিমালা ২০১৭ এর নির্দেশনা মোতাবেক-

- মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল: প্রতিষ্ঠা করা যার মাধ্যমে পাচার আইনের মামলাসমূহকে দ্রুত বিচারের আওতায় নিয়ে আসা
- জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা: পাচারের শিকার ব্যক্তিকে চিহ্নিতকরণ, পুনর্বাসন ও সুরক্ষার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি সংস্থাসমূহের কাজ পরিদর্শন, তদারকি এবং প্রয়োজনে নির্দেশনা, পরামর্শ ও সমন্বয় জোরদারকরণ
- মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল: মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিসহ সংশ্লিষ্টদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ও মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে সম্পর্কিত অন্যান্য খরচ বহন করার লক্ষ্যে এ তহবিল দ্রুত কার্যকর করা

terre des hommes
stops child exploitation
World Day against Trafficking in Persons, 30 July-2018

WORLD DAY AGAINST TRAFFICKING IN PERS
WORLD DAY AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS 30 JULY
Responding to the Trafficking of Children & Young Peopl

AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS
Responding to the Trafficking of Children & Young People

মানব পাচার মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির আহ্বান

র্জানাল টাইম

জুলাই ৩০, ২০১৮

মানব পাচার মামলার নিষ্পত্তি দ্রুততর করার আহ্বান জানিয়েছে দেশের বেশ কয়েকটি এনজিও সংগঠন।

সোমবার (৩০ জুলাই)জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ দাবি উত্থাপিত হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা জানান, দাতা সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনসহ মোট ১৭টি সংগঠনের সাথে যৌথভাবে এ উদ্যোগের আয়োজন করছে উইনরক ইন্টারন্যাশনাল।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত মানব পাচার বিষয়ক প্রতিবেদন ২০১৮-তে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার মানব পাচার প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। কিন্তু, সর্বনিম্ন মান পূরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ 'ওয়াচ লিস্টে' হতে বের হতে পারেনি বিধায় গতবারের মতো এ বছরও 'টায়ার-২ ওয়াচ লিস্টে' রাখা হয়েছে।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ অনুযায়ী যত দ্রুত সম্ভব আলাদাভাবে 'বিশেষ ট্রাইব্যুনাল' প্রতিষ্ঠা করতে হবে বলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা সভায় জানান।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আরো বলেন, 'জনগণের দোরগোড়ায় আইনি সেবা পৌঁছাতে হবে এবং নির্দিষ্ট জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইনি সহায়তা কর্মকর্তা নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন দেখতে চাই।'

তিনি মানব পাচার প্রতিরোধে ও নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য স্টেক হোল্ডারদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সমন্বয় ব্যবস্থার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন।

সভায় ইনসিডিন বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক, একেএম মাসুদ আলী, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার কার্যকর প্রয়োগের জন্য সমষ্টিগত অবস্থানের ওপর আলোকপাত করেন। ইউএনওডিসি এবং ইউএনএইসসিআর প্রতিনিধিগণ যথাক্রমে তাদের মন্তব্য উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে 'ইনোসেন্ট ইয়োথ' শিরোনাম মানব পাচার বিষয়ক একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয় এবং মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানের আগে মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে একটি মানববন্ধনেরও আয়োজন করা হয়।

মানব পাচারের বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত করার দাবি

নতুন সময়

জুলাই ৩০, ২০১৮

মানবপাচারের বিচার প্রক্রিয়া দ্রুতকর করার দাবি জানিয়েছে ইউসএইড, জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক সংস্থা ইউএনওডিসি এবং ব্রাকসহ ১৭ বেসরকারী সামাজিক সংস্থা।

সোমবার (৩০ জুলাই) জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে প্রথমবারের মতো বিশ্ব মানবপাচার বিরোধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানান বক্তারা।

মানব পাচারের বিরুদ্ধে মামলা হলেও বিচার প্রক্রিয়া তেমনভাবে দ্রুততর হচ্ছে না এমন অভিযোগ করে বেসরকারী সংস্থা আইএনসিআইডিআইএনয়ের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর একেএম মাসুদ আলী বলেন, ২০১৭ সালে ১,০০৮,৫২৫ বাংলাদেশি মানব পাচারের শিকার হয়েছেন। যার মধ্যে ১৩ শতাংশ নারীরা মানব পাচারের শিকার হয়েছেন।

এ পর্যন্ত মানব পাচারের বিরুদ্ধে করা ৪১৫২ মামলা পেন্ডিং রয়েছে। এসব মামলার বিচার এখনো হয়নি। সাম্প্রতিক গত বছরে মানবপাচার ও দমন আইন ২০১২ অনুযায়ী দায়ের করা ৭৭৮টি মামলার মধ্যে মাত্র একটির বিচার শেষ হয়েছে।

২০১৮ সালে দায়ের করা ২৬৬ মামলার মাত্র চারটি মামলার বিচার সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার মানব পাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছেন। তবে এ ক্ষেত্রে বিচারের অগ্রগতি অতি ধীরগতিতে চলছে। এ কারণেই মানব পাচারকারীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের নারীদের বেশিরভাগই মিডেল ইস্টে গিয়ে মানব পাচারের শিকার হয়েছেন।

সাম্প্রতিক ২,৯০৬ নারী বাংলাদেশ হাইকমিশনের তত্ত্বাবধানে সৌদি আরবের রিয়াদে অবস্থিত সেফ হাউসে শেল্টার নিয়েছিলেন। এ বছরে ১০০০ নারীদের দেশে ফেরক পাঠানো হয়েছে। ২০১৭ সালে এ সমস্যা সমাধানে কল সেন্টার খোলা হয়। বিগত ৬ মাসে এই কল সেন্টারে ৯৫ শতাংশ অভিযোগ এসেছে সৌদি থেকে।

বিচার প্রক্রিয়া দ্রুততর হলে মানবপাচার অনেকটাই কমে আসবে বলে জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, ইউএনএইচসিআরেরব প্রটেকশন অফিসার ভিনসেন্ট গুলে, আইএনসিআইডিআইএনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর একেএম মাসুদ আলী, এডিশনাল এসপি আবুল কালাম আজাদ, মোহা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক, ইউএসএইডের চীফ অফ পার্টি লিয়েসবেথ জন্নেভেল্ড প্রমুখ।

রংপুরে বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস পালন

উত্তর বাংলা

জুলাই ৩১, ২০১৮

রনজিৎ দাস: "আসুন সকলে মিলে শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করি, পাচারমুক্ত দেশ গড়ি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গতকাল সোমবার রংপুরে বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে নারী মৈত্রীর আয়োজনে এবং রবার্টসনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সকালে বিদ্যালয় মাঠ বেলুন উড়িয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালীর উদ্বোধন করেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার পক্ষে প্যানেল মেয়র মাহমুদুর রহমান টিটু। র‍্যালীটি নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় সেখানে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালীতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। পরে রবার্টসনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মোঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, নারী মৈত্রী পিসিটিএসসিএন প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ মোমেনুল হক মোমেন। আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ২৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম, রংপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রশীদ বাবু, রংপুর রির্পোটার্স ক্লাবের সভাপতি আব্দুল হালিম আনছারী, রংপুর আইনজীবী সমিতির সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট আব্দুল জলিল, আরডিআরএস'র সাবেক পরিচালক ও সমাজকর্মী মঞ্জুশ্রী সাহা, এ্যাডভোকেট গোলাম মওলা প্রমুখ।

রংপুরে বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস পালন

উত্তর বাংলা

জুলাই ৩১, ২০১৮

"আসুন সকলে মিলে শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করি, পাচারমুক্ত দেশ গড়ি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত সোমবার রংপুরে বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে নারী মৈত্রীর আয়োজনে এবং রবার্টসনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সকালে বিদ্যালয় মাঠ বেলুন উড়িয়ে বর্ণাঢ্য র্যালির উদ্বোধন করেন রংপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার পক্ষে প্যানেল মেয়র মাহমুদুর রহমান টিটু। র্যালিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। এতে সভাপতিত্ব অধ্যক্ষ মো. জাকির হোসেন। আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- ২৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম, রংপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রশীদ বাবু, রংপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি আব্দুল হালিম আনছারী, রংপুর আইনজীবী সমিতির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল জলিল, আরডিআরএস'র সাবেক পরিচালক ও সমাজকর্মী মঞ্জুশ্রী সাহা, অ্যাডভোকেট গোলাম মওলা প্রমুখ।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন এবং বিধিমালার আলোকে পাচার সংশ্লিষ্ট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন এখন সময়ের দাবী

বিজয়নিউজ২৪.কম
জুলাই ২৮, ২০১৮

নারী ও শিশু পাচার আমাদের অন্যতম একটি জাতীয় সমস্যা। এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও মানব ও শিশু পাচার নিয়ে বাণিজ্য চলছে। পাচারের মাধ্যমে মূলত: ব্যক্তি অধিকার হরণ করে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাধীনতা হরণ করে যৌন দাসত্ব, জোরপূর্বক শ্রম, বাধ্যতামূলক ও শোষণমূলক শ্রম, অঙ্গ পাচারের মত কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রধানত মানব পাচারের উৎস দেশ হিসেবে পরিচিত। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশ ট্রানজিট ও গন্তব্য স্থল হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার মানবতা বিরোধী এই অপরাধের প্রতিরোধ ও প্রতিকারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যে “মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২” এবং “মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ ও বিধিমালা ২০১৭” প্রণয়ন করেছে যেখানে জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা, মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল ও মানব পাচার অপরাধ দমনে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাচার প্রতিরোধ ও দমনে কাজ করার অঙ্গীকার রয়েছে।

পাশাপাশি সরকার নিয়মিত মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Plan of Action on Combating Human Trafficking) গ্রহণ করে আসছে এবং বর্তমানে তৃতীয় দফায় ২০১৮-২০২২ সালের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি চলছে।

সরকারের এসকল উদ্যোগ ও কর্মপ্রয়াসের মধ্যেও মানব পাচার বিষয়ে আমাদের সামগ্রিক অগ্রগতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানদ-ে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মানব পাচার বিষয়ক প্রতিবেদন ২০১৭ তে দ্বিতীয় স্তরের নজরদারিতে থাকা দেশের তালিকায় চলে আসে বাংলাদেশ। মূলত: পাচারের শিকার ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ কমে যাওয়া, পাচার বিষয়ক অপরাধের তদন্ত, মামলা পরিচালনা ও অপরাধীর দন্ড যথাযথভাবে না হওয়া এবং পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা না নেওয়া ইত্যাদি কারণে, যা কিনা আমাদের দেশের ওপর বাণিজ্যিক বিধি বিধানে প্রভাবিত করতে পারে।

অথচ গৃহীত মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ তে অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তির পাশাপাশি পাচারের শিকার ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন, পরিবারের সাথে একত্রীকরণ ইত্যাদি সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও, আইনে পাচার সংক্রান্ত মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠনের কথা বলা হলেও এখনও এই ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বর্তমানে মানব পাচার সংক্রান্ত মামলাগুলি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে প্রতিষ্ঠিত আদালতে বিচার কর্যিক্রম চলছে।

বাংলাদেশে মানব পাচার সংক্রান্ত মামলার পরিস্থিতি যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালের জানুয়ারি-মে মাস পর্যন্ত দায়ের করা প্রায় ১৮২টি পাচারের মামলায় একজন পাচারকারীও আটক হয়নি।

বাংলাদেশ পুলিশ হেড কোয়ার্টার এর জানুয়ারী-মে প্রতিবেদন অনুযায়ী মানব পাচারের মোট ২১৫টি মামলা হয়েছে । আর যে সকল মামলার রায় প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, দন্ডিত ব্যক্তিরা পলাতক থাকার কারণে রায় কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে সরকারী কার্যক্রমের জোরদারকরণের লক্ষ্যে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২ ও বিধিমালা ২০১৭ এর নির্দেশনা মোতাবেক “মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল” দ্রুততার সাথে প্রতিষ্ঠা করা উচিত যার মাধ্যমে পাচার আইনের মামলাসমূহকে দ্রুত বিচারের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল গঠনে পাচার প্রবণ এলাকা ও প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় পর্যায়ে ট্রাইব্যুনাল গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

এই বিষয়টি নিয়ে কর্মরত অধিকার কর্মীরা মনে করেন, এই বিষয়ে ব্যাপকভিত্তিক জনসচেতনতা তৈরী হলে এই সমস্যা মোকাবেলা করা সহজতর হবে।

বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী, যারা পাচারের শিকার হচ্ছে, তাদের ৬০ ভাগেরও বেশি কিশোরী, যাদের বয়স ১২ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে এবং পাচারকৃত নারীদের পতিতাবৃত্তি, ধনী ব্যক্তিদের রক্ষিতা, অশ্লীল ছবি তৈরিতে ব্যবহার, বাসাবাড়ি ও কলকারখানায় লাভজনক শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার, শিশুদের বিকলাঙ্গ/অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃতির মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তিতে ব্যবহার ও নিঃসন্তান দম্পতিদের কাছে চড়া মূল্যে হস্তান্তর এবং মাদক চোরাচালান ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা হয় বলে জানা যায়। যা চরমভাবে মানবাধিকারকে লংঘিত করছে।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, গত ১০ বৎসরে বাংলাদেশ হতে তিন লক্ষাধিক নারী ও শিশু ভারতে পাচার হয়েছে। তবে বিভিন্ন এনজিওর হিসাব মতে, পাচারকৃত নারী ও শিশুর সংখ্যা ৫ লক্ষাধিক।

পাচার প্রতিরোধে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক সমন্বয় ও নেটওয়ার্কিং বিশেষ প্রয়োজন এবং পাচার প্রতিরোধে সরকারী ও বেসরকারী সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

এ বিষয়ে উপ-পরিচালক (প্রশাসন), যুগ্ম জেলা জজ, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব আবেদা সুলতানা রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত সম্প্রতি এক সভায় জানান, দেশের ৬৪টি জেলায় সরকার ৬৪টি লিগ্যাল এইড প্রদানের মাধ্যমে সরকারী সহায়তা দিচ্ছে। অথচ আইন সম্পর্কিত অজ্ঞতা, প্রচার এবং অসচেতনতার কারণে সহিংসতার শিকার ব্যক্তি আইনের শাসন থেকে বঞ্চিত হয়। তিনি আরও জানান, সারাদেশে প্রায় ৩৫০০ লিগ্যাল এইড প্রদানকারী রয়েছে যা দেশের ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত।

কমিউনিটি ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম শক্তিশালী করার মাধ্যমে শিশু পাচার প্রতিরোধ (পিসিটিএসসিএন) প্রকল্প নিবিড়ভাবে সমন্বয় করে কাজ করছে। পিসিটিএসসিএন কন্সোর্টিয়াম এর অন্যতম সদস্য কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) পিসিটিএসসিএন প্রকল্প বাস্তবায়নে অন্যান্য সদস্যদের সাথে কাজ করছে।

কমিউনিটি ও নেটওয়ার্কিং শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে শক্তিশালী শিশু পাচার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। এবং শিশু পাচারের বিভিন্ন বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরণ ও মোকাবেলার জন্য পরিষেবা ও এডভোকেসী নেটওয়ার্কিং শক্তিশালী করণের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সমন্বয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার।

শিশু পাচারের ভয়াবহতার কথা তুলে ধরে শিশু, অভিভাবক ও অন্যান্য স্থানীয় বাসিন্দাদের মাঝে সচেতনাতা বৃদ্ধি করা দরকার। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মসূচী আয়োজনের মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে।

সচেতনতা তৈরীর ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা খুবই জরুরী। গণমাধ্যমকে এই ব্যাপারে এগিয়ে আসা দরকার।

পিসিটিএসসিএন প্রকল্প নিয়ে কর্মরত অধিকার কর্মীদের মতে, সচেতনতা কার্যক্রমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক ও সমাজের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে পাচার প্রতিরোধ এবং নারী ও শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল আশা করা যেতে পারে।

প্রতি শুক্রবার দেশের মসজিদ গুলিতে প্রচুর লোকের সমাগম হয়ে থাকে। এই উপলক্ষ্যে যদি মসজিদের ইমাম তার সাপ্তাহিক ধর্মীয় বক্তৃতায় পাচার বিরোধী বিষয়বস্তু তুলে ধরে, তাহলে ইতিবাচক ফলাফল আশা করা যেতে পারে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময় ছাড়াও স্থানীয় লোকজনের সাথে উঠান বৈঠক করা যেতে পারে এতে করে পাচার বিরোধী সচেতনাতা গড়ে উঠবে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম যেমন সংগীতানুষ্ঠান, নাটক, পালাগান প্রভৃতি আয়োজনের মাধ্যমে পাচার বিরোধী বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

পাচার রোধে স্থানীয় সম্প্রদায়, স্থানীয় সংগঠন এবং সুশীল সমাজ এর সাথে কাজ করা উচিত।

তাছাড়া, পাচারকৃত শিশুদের উদ্ধারের পর যাতে এইসব শিশুদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা হয় এবং তাদের পুনর্বাসন ও জীবন পুনর্গঠন হয় সে লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

যে সমস্ত গরীব পরিবার জীবিকার প্রয়োজনে তাদের শিশুদেরকে কাজে পাঠায় তাদের জীবিকার ব্যাপারে সহযোগিতা করা দরকার।

এটা সকলেরই জানা উচিত যে, স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সমতা সকল শিশু ও নারীদের অধিকার। এই অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই নারী ও শিশু। তাই, আমাদের জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে তাদের নিরাপত্তা ও সুন্দর ভবিষ্যত নিশ্চিত করা দরকার।

CIRDAP Auditorium, 17 Chameli House, Dhaka-1000
28th June 2018

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশের নিজস্ব হেল্পলাইন চালু ও জেলাভিত্তিক কাজ করার অঙ্গীকার

বিজয়নিউজ২৪.কম
জুলাই ২৮, ২০১৮

সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও আমাদের দেশে মানব পাচার বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচার একটি অন্যতম জাতীয় সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে।

অধিকার কর্মীদের মতে, এই জাতীয় অপরাধের উদ্দেশ্য হলো যৌন দাসত্ব, জোরপুর্বক শ্রম, বাধ্যতামূলক শোষনমূলক শ্রম ও অংগ পাচারের মতো কার্যকলাপের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।

এটা মানবাধিকারের চরম লংঘন ও জাতীয় অস্তিত্বের প্রতি মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। তাই, জাতীয় স্বার্থে সরকারী-বেসরকারী মিলিত উদ্যোগে পাচার বিরোধী কার্যক্রম জোরদার করা দরকার।

সীমান্তবর্তী অঞ্চল ও সীমান্ত এলাকা থেকে দুরবর্তী অঞ্চল উভয় অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অভিবাসনমুখী জনগোষ্ঠী পাচারের শিকার হচ্ছেন। শিশু বিবাহ, যৌতুক, উত্যক্তকরণ, পারিবারিক সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধরণের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ও সহিংসতার কারণে নারী ও শিশুরা পাচারের ঝুঁকিতে আছে।

অধিকারকর্মীরা মনে করেন, নারী ও শিশুদের ঝুঁকিপূণ অবস্থা ও তাদের প্রতি সর্বস্তরে সহিংসতা দূর করার লক্ষ্যে জনসচেতনাতা সৃষ্টি করা উচিত। তাছাড়া, কর্তৃপক্ষ যদি তাদের অধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন (২০১২)' রয়েছে আমাদের দেশে, কিন্তু এই আইনের পুরোপুরি বাস্তবায়ন এখনো লক্ষ্য করা যাচ্ছেনা। এলক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী।

এ লক্ষ্যে গত ২৮ জুন ২০১৮ সিরডাব মিলনায়তনে শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের অগ্রগতি ও সুশীল সমাজের প্রত্যাশা শীর্ষক মতবিনিময় সভায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ এর সম্মানিত সদস্য (আজীবন) জনাব মো: নজরুল ইসলাম তার প্রধান অতিথির বক্তব্যে পাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহনে ক্রমাগত চাপ প্রয়োগের পাশাপাশি পারিবারিক সচেতনতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মানব পাচার প্রতিরোধে কমিশনের নিজস্ব হেল্পলাইন চালু এবং এখন থেকে মানব পাচার বিষয়ে জেলা পর্যায়ে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

পিসিটিএসসিএন কন্সোর্টিয়ামটি "কমিউনিটি ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম শক্তিশালী করার মাধ্যমে শিশু পাচার প্রতিরোধ প্রকল্প (পিসিটিএসসিএন)" বাস্তবায়নে ইনসিডিন বাংলাদেশের নেতৃত্বে সিপিডি, নারী মৈত্রী ও সীপ যৌথভাবে কাজ করছে।

পিসিটিএসসিএন কনসরটিয়াম মনে করে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাচার বিরোধী কাজে সফলতা পাওয়া যেতে পারে:

সামাজিক অবস্থান ও নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়াতে শিশু ও নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা। পাচারসহ শিশু ও নারীদের প্রতি যাবতীয় সহিংসতার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কমিউনিটি ও অভিভাকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, শিশু পাচার রোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কমিটিতে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, শিশু পাচার রোধে জাতীয় বাজেটে শিশুদের জন্য বিশেষ তহবিল গঠনের ব্যবস্থা করা এবং অভিভাকদের শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে শিশুদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করা।

মানব পাচার প্রতিরোধে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের আহ্বান

দৈনিক ইত্তেফাক

জুলাই ১, ২০১৮

মানব পাচার প্রতিরোধে পাচার সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ। তারা বলেছেন, সমগ্র পৃথিবীতেই মানব পাচার একটি বড় সমস্যা। এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও মানব ও শিশু পাচার নিয়ে বাণিজ্য চলছে। আইনে পাচার সংক্রান্ত মামলাগুলো পরিচালনার জন্য মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠনের কথা বলা হলেও এখনও এই ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বর্তমানে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে প্রতিষ্ঠিত আদালতে এসব মামলার বিচার চলছে। গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে তারা এসব কথা বলেন।

শিশু পাচার প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে 'শিশু পাচার প্রতিরোধে কমিউনিটি ও নেটওয়ার্কিং সুদৃঢ়করণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কনসোর্টিয়ামের অন্যতম সংগঠন ইনসিডিন বাংলাদেশ এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা করছে টিডিএইচ নেদারল্যান্ডস।

লিখিত বক্তব্য উপস্তাপন করেন ইনসিডিন বাংলাদেশের পলিসি এন্ড লিগ্যাল সাপোর্ট ম্যানেজার এডভোকেট রফিকুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, সরকার ইতোমধ্যে 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২ এবং 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন বিধিমালা ২০১৭ প্রণয়ন করেছে। যেখানে জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা, মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল ও মানব পাচার অপরাধ দমনে ট্রাইব্যুনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাচার প্রতিরোধ ও দমনে কাজ করার অঙ্গীকার রয়েছে।

মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে পাচার আইনের মামলাগুলোর দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা, বিচার ব্যবস্থায় শিশু ও নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, ট্রাইব্যুনালের সাথে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ট্রাইব্যুনাল গঠনে পাচার প্রবণ এলাকা ও প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় পর্যায়ে গড়ে তোলায় গুরুত্ব দেওয়ার সুপারিশ করা হয় সংবাদ সম্মেলনে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্টের (সিপিডি) সমন্বয়কারী শরিফুল্লাহ রিয়াজ, সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক এনহেন্সমেন্ট প্রোগ্রামের সমন্বয়কারী মো. জাহিদ হোসেন, ইনসিডিন বাংলাদেশ-এর কর্মকর্তা মন্টি দেওয়ান ও চিসল লুইস প্রমুখ।

পরিসংখ্যান

মাস ভিত্তিক পাচারকালে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশু এবং পাচারকারী আটকের পরিসংখ্যান

বিজিবি || সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ১৪ জুন ২০১৮

মাসের নাম	নারী	শিশু	পাচারকারী	মামলার সংখ্যা
জানুয়ারি -২০১৮	০৬	০১	০	০৫
ফেব্রুয়ারি -২০১৮	২৬	১৯	০	১০
মার্চ -২০১৮	৫৮	২৮	০	১৪
এপ্রিল -২০১৮	৩১	১৪	০	৮
মে -২০১৮	১৯	০৯	০	৯
জুন -২০১৮	৩০	২৩	০	১২
জুলাই -২০১৮				
আগষ্ট -২০১৮				
সেপ্টেম্বর -২০১৮				
অক্টোবর-২০১৮				
নভেম্বর -২০১৮				
ডিসেম্বর -২০১৮				
সর্বমোট =	১৭০	৯৪	০	৫৮

সীমান্ত অতিক্রমের সময় বিজিবি কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিক আটক ও থানায় সোপর্দের পরিসংখ্যান

বিজিবি || সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ১৪ জুন ২০১৮

ক্রমিক	মাসের নাম	আটকের সংখ্যা	থানায় সোপর্দ
১।	জানুয়ারি -২০১৮	৬১	৬১
২।	ফেব্রুয়ারি -২০১৮	১৩৭	১৩৭
৩।	মার্চ -২০১৮	১৭০	১৭০
৪।	এপ্রিল -২০১৮	১২২	১২২
৫।	মে -২০১৮	৭০	৭০
৬।	জুন -২০১৮	১০১	১০১
৭।	জুলাই -২০১৮		
৮।	আগষ্ট -২০১৮		
৯।	সেপ্টেম্বর -২০১৮		
১০।	অক্টোবর-২০১৮		
১১।	নভেম্বর -২০১৮		
১১।	ডিসেম্বর -২০১৮		
	সর্বমোট =	৬৬১ জন	৬৬১ জন

যে কোন প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন

সিপিডি - ০১৯২২-৭২২০৩৩
ইনসিডিন বাংলাদেশ - ০১৯৭৭-৯১১১১৭
নারী মৈত্রী - ০১৯৭৭-৬৬২৬৭৭
সিপ - ০১৯৩৭-৩৯৩৪ ৭৪

PCTSCN Consortium Secretariat

8/19, Sir Syed Road, Mohammadpur, Dhaka-1207
Email: pctscn@gmail.com

Contact No:
Adv. Md. Rafiqual Islam Khan Alom: +8801720-309279